অমর
চিত্র
কথা
নং ১৩১ টা. 5/-
বুদ্ধিমান
বীরবল

তাঁর সরস বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতার জন্য বীরবল শুধু আকবরের নয়, মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাদেরও প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। জীবনকালেই বহুল জনপ্রিয়তার দুলভ খ্যাতি একমাত্র আকবর ছাড়া আর কেহই বীরবলের মতো এত বেশী করে অর্জন করতে পারে নি। তিনি ছিলেন সুশাসক ও সুসৈনিক। আর তিনি ছিলেন এক বিচক্ষণ বয়স্য—যা আকবরকে বোধহয় সবচেয়ে মুগ্ধ করত। এ ছাড়া, অনেকেই জানে না যে তিনি এক সুকবিও ছিলেন। তিনি 'ব্রহ্ম' ছমনামে লিখতেন এবং তাঁর কবিতার এক সংকলন ভরতপুর যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

যদিও তিনি বীরবল নামেই সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর আসল নাম ছিল মহেশদাস। তিনি যমুনা নদীর তীরে ত্রিবিক্রমপুরের (বর্তমান নাম টিকাওয়াঁপুর) এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে ছিলেন বলেই লোকের বিশ্বাস। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তিনি আকবরের সভায় এক মন্ত্রীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্যে অনেক সভাসদ তাঁকে হিংসা করতেন এবং লোকে বলে যে তাঁরা সবসময় তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে নিরত থাকতেন। জনশ্রুতি আছে, এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতা হয়ে আফগানিস্থান সফরের সময় তাঁর যে মৃত্যু হয়, তাও নাকি বিশ্বাসঘাতকতার ফল। যদিও তিনি যুদ্ধে হত হয়েছিলেন, তাঁর অভিযান সফল হয়েছিল এবং এই অশান্ত অঞ্চল শান্ত হয়েছিল।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর এতই কাতর হয়েছিলেন যে তিনি একটি কবিতার পদ লিখে শোক প্রকাশ করেছিলেন,

বীরবল তুমি দুখীর বন্ধু,
দিয়েছ তাদের যা কিছু তোমার উজার করে;
আমিতো এখন অসহায় সখা,
তবু, উদাসীন, কিছুতো রাখোনি আমার তরে।

বীরবলের মধ্যেই আকবর পেয়েছিলেন এক প্রকৃত বন্ধু এবং সমব্যথীকে। তাঁর 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্মের যে কজন মুষ্ঠিমেয় শিষ্য ছিল, তার মধ্যে কেবল একজনই হিন্দু ছিলেন—তিনি হচ্ছেন বীরবল।

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Pvt. Ltd., Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor: Anant Pai

Script: Anant Pai **Illustraions: Ram Waeerkar** **Translation: Debrani Mitra**

বুদ্ধিমান বীরবল

দুষ্টু নাপিত

বীরবল ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারে একজন মন্ত্রী। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম রসিকতাবোধের জন্য তিনি সভার হিন্দু-মুসলমান সবাইকারই প্রিয় ছিলেন। অবশ্য দু'চারজন লোক ছিল যারা তাঁকে হিংসা করত।

তারা একবার বীরবলকে মেরে ফেলার ফন্দী আঁটল। এই মতলবে তারা বাদশার নাপিতের কাছে গেল তার সাহায্য চাইতে।
হাজাম* সাহেব, যদি আমাদের একটা উপকার কর, তাহলে এক থলে সোনা পাবে।
তা করতে হবেটা কি?

ফিস... ফিস
আর বলতে হবে না, আমি কালই বাদশাকে বলছি।

পরদিন সকালে—
জাহাপনা, প্রায়ই একটা কথা বলব বলব ভাবি...

ইতস্তত: করছ কেন? খোলাখুলি বলে ফেলাই ভালো।
জাঁহাপনা, কখনো ভেবেছেন কি, আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের মঙ্গলের জন্যে কিছুই করছেন না?

* নাপিত

কিন্তু তাঁরা তো সব স্বর্গে গিয়েছেন। তাঁদের কি চাই বা না চাই বুঝব কি করে?
সেটা জেনে আসতে কাউকে সেখানে পাঠালেই পারেন।

সত্যিই তো! চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছ! এখন সেটা করা যায় কি করে বলতে পার?
কেন — শহরের বাইরে একটা খোলা মাঠে, হাজারটা খড়ের আঁটি একটার ওপর একটা সাজানো হক। তারপর, যাকে পাঠাতে চান, সে খড়ের গাদার মাথায় উঠলে, ওটাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হক।

আর ধোঁয়ার সঙ্গে সে লোকটা তখনি সোজা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছবে।
কিন্তু, কাকে পাঠাই...?

সেদিন সন্ধ্যায়, বাদশাহ রাজসভায় তাঁর পরিকল্পনাটি ঘোষণা করলেন।

...আর বীরবল, এই কাজের জন্যে আমি তোমাকেই মনোনীত করেছি। স্বর্গে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো, আমার পূর্বপুরুষদের কোনও কিছুর দরকার আছে কি না।

?

জাঁহাপনা, এ তো এক অভাবনীয় পরিকল্পনা! আপনার এটা মনে এল কি করে?
আমার মাথায় আসে নি। আমার নাপিতই এই বুদ্ধিটা দিয়েছে।
বন্ধুবর! এতেই তোমার ভেতরকার ব্যাপারের হদিশ পাওয়া উচিত।

বটে, নাপিতটার এই ফন্দী! ব্যাটাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে জীবনে ভুলবে না।

ভালো কথা, জাঁহাপনা, আমি প্রস্তুত। কিন্তু যাবার আগে আমার পরিবারের একটা বন্দোবস্ত করে যেতে চাই। বলা তো যায়না, স্বর্গে গিয়ে যদি আটকা পড়ে যাই...

...দয়া করে তার জন্যে আমায় কয়েকদিনের ছুটি দিন।
ঠিক আছে। ইতিমধ্যে শহরের বাইরে খোলা মাঠে এক হাজার খড়ের আঁটি জড় করা হক।

কাল বিলম্ব না করে, বীরবল তাঁর কয়েকজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে, নিজের বাড়ি থেকে, যে খোলা মাঠে খড়ের আঁটিগুলো চূড়ো করে রাখা হচ্ছিল, সেই পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়ে রাখলেন।

যখন খড়ের গাদা জ্বলতে আরম্ভ করলে, বীরবলের বন্ধুরা চোখের জল ফেলতে লাগলেন ...
আহা বেচারা! ও কি আর বেঁচে ফিরতে পারবে? বড় ভালো লোক ছিল. মনটা ভারি উদার — আমাদের প্রকৃত বন্ধু বটে!

... আর তাঁর শত্রুদের হল মহাফূর্তি।
যাক, অবশেষে লোকটাকে সরানো গেল। এর জন্যে একটা উৎসব করা দরকার।

ইতিমধ্যে —
বাড়ি পৌঁছে কয়েক মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। নাপিতটাকে জব্দ করার একটা উপায় বার করে তবে বেরুব।

ছ'মাস বাদে বীরবল যখন রাজদরবারে ঢুকলেন, কেউই তাঁকে চিনতে পারলে না।
এ লোকটা আবার কে? এখানে কি করতে এসেছে?

আকবর কিন্তু তাঁকে তখনই চিনে ফেললেন।
যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই... বীরবল অক্ষত-ভাবে বেরিয়ে এসেছে।

জাঁহাপনা, স্বর্গ থেকে সোজা এখানে আসছি।
বীরবল, তোমাকে আবার দেখে খুশী হয়েছি।

ওখানের সব খবর কি? আমার বাবা কেমন আছেন?
সবাই ভালো আছেন সেখানে। সবরকম আরামই আছে, কেবল একটা জিনিষের অভাব তাঁদের – একটা ভালো নাপিতের ...

... আমার লম্বা চুল আর গোঁফ-দাড়ি দেখেই সেটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। আপনার পিতৃপুরুষেরা এ ব্যাপারে খুবই অখুশী। তাঁরা চান যে আপনি একটা ভালো নাপিত পাঠান।

সেটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না। এখন তো আমরা জানিই স্বর্গে যাওয়ার উপায় কি। কিন্তু কাকে ...

কাকে আবার ! রাজ-নাপিতই তো আছে। আপনার পিতা তো বিশেষ করে তাকেই পছন্দ করতেন।
ভালো কথা। যা বলছ তাই হবে।

নাপিতকে যখন এই আদেশ দেওয়া হল, সে ছুটল সেই অমাত্যদের কাছে যারা বীরবলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।
দয়া করে আমায় বাঁচবার কিছু উপায় করুন। আমি হাতজোড় করছি।
আমরা কি করতে পারি?

ফাঁদে পড়েছে দেখে, দারুণ ভয়ে নাপিত সেই যে ছুট দিল, তার আর টিকিও দেখা গেল না।

বেগমকে বাগে আনা

হুসেন খাঁ,
তুমি হচ্ছ বাদশার শ্যালক, বীরবলের বদলে তোমারই মন্ত্রী হওয়া উচিত।

কিন্তু বাদশা নিজে তা মনে করেন না।

এবারে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের কাজ হাসিল করতে বাদশার শ্যালক হুসেন খাঁকে তিড়িয়ে দেবে ঠিক করল।

আমি চাই যে বীরবলের বদলে আমার ভাইকে আপনার দরবারে মন্ত্রী করা হয়।
তা কি করে করব? এই বিশাল সাম্রাজ্যের কাজকর্ম চালাতে বুদ্ধির দরকার হয়; আর তোমার ভাইয়ের তো সেখানেই ঘাটতি।

তা ছাড়া, বিনা কারণে বীরবলকে পদচ্যুত করিই বা কি করে?

ওকে ওর অসাধ্য কিছু কাজ দিয়ে দিন। ও তাতে বিফল হবেই। আর তারপর...
বেশ! কাজটা কি তুমিই বল।

কাল যখন আপনি প্রাসাদের বাগানে যাবেন, ওকে বলুন আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যেতে। যাই হক না কেন, ও তা পারবে না।

বীরবল, এবার তুমি ফাঁদে পড়েছ। তোমার পতন এখন আমার হাতের মুঠোয়।

বীরবল খুব নম্র হয়ে বেগমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বীরবলের কাছে এক দূত এসে হাজির।

দূত বীরবলের কানে কানে কি সব বললে, তার তিনটে কথা এত জোরে বললে যে স্পষ্ট শোনা গেল।

ফিস্... ফিস্... যেন ডানাকাটা পরী...

পরের দিন—
জাঁহাপনা, আপনাকে বড় উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। কি হয়েছে বলুন তো?

চিন্তা আমার বেগমকে নিয়ে। আমার ওপর রাগ করে, আমার সঙ্গে দেখাই করতে চাইছেন না।

যাও, এখনই তাঁকে নিয়ে এস। এ একমাত্র তুমিই পারবে।

আর যদি না পার তবে তোমার চাকরী যাবে। আমি হুসেন খাঁকেই মন্ত্রী করব। আমার বেগম তাতে খুশী হবেন।

হুঁ, ওরা তাহলে এবার এই চাল চেলেছে!

বীরবল বেগমের দিকে ফিরলেন।
সমস্ত অবস্থাটা এখন বদলে গেছে। আপনার আর বাগানে যাবার দরকার নেই, বেগমসাহেবা।

বীরবল চলে যাওয়ার পরেই—
কি ! একটা পরীর মতো সুন্দরীর কথা বলেছিল না লোকটা? বাদশা বোধহয় চাননা যে আমি তাঁকে মেয়েটার সঙ্গে দেখে ফেলি।

হিংসা আর কৌতূহলে জ্বলতে জ্বলতে বেগম বাগানের দিকে ছুটে চললেন।

বাগানে গিয়ে একা বাদশাহকে দেখে তো তিনি অবাক।
বেগম, তুমি না শপথ করেছিলে যে কিছুতেই এখানে আসবে না !

একটু পরেই বীরবল সেখানে এসে পড়লেন।

বীরবল, বরাবরের মতো এবারেও তোমার জিত।

সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ

একবার কোন-ও কারণে আকবর তাঁর বেগমের ওপর চটে গিয়েছিলেন।

এক-দিনের মধ্যেই তুমি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও— এই আমার আদেশ।

জাঁহাপনা, আপনাকে ছেড়ে থাকব কি করে? দয়া করে আমায় তাড়িয়ে দেবেন না।

তিনি বীরবলকে ডেকে পাঠিয়ে সবকিছু খুলে বললেন।
আচ্ছা, উনি বলেছেন যে আপনার সব প্রিয় জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, তাই না?

তোমাকে কি করতে হবে, না হবে, বুঝিয়ে দিয়ে বীরবল চলে যাওয়ার পর —
আমার জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করে ফেল। আমি কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়ি যাব।

তাঁর সবকিছু বাঁধা হয়ে গেলে পর —
তোমাদের মনিবকে গিয়ে বল যে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আকবর দেখা করতে এলেন —
আমার হাতের এক পেয়ালা সরবত খাবেন কি?
তাতে আমার আপত্তি নেই।

আকবর সরবত খেতেই
বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।

একটু পরে—
পাল্কী সব তৈরি আছে তো?
জী হাঁ, বেগমসাহেবা।

ঘুমন্ত বাদশাহকে একটা পাল্কীতে উঠিয়ে আর অন্য একটাতে নিজে উঠে বেগমসাহেবা লোকজন নিয়ে আগ্রা ছাড়লেন ...
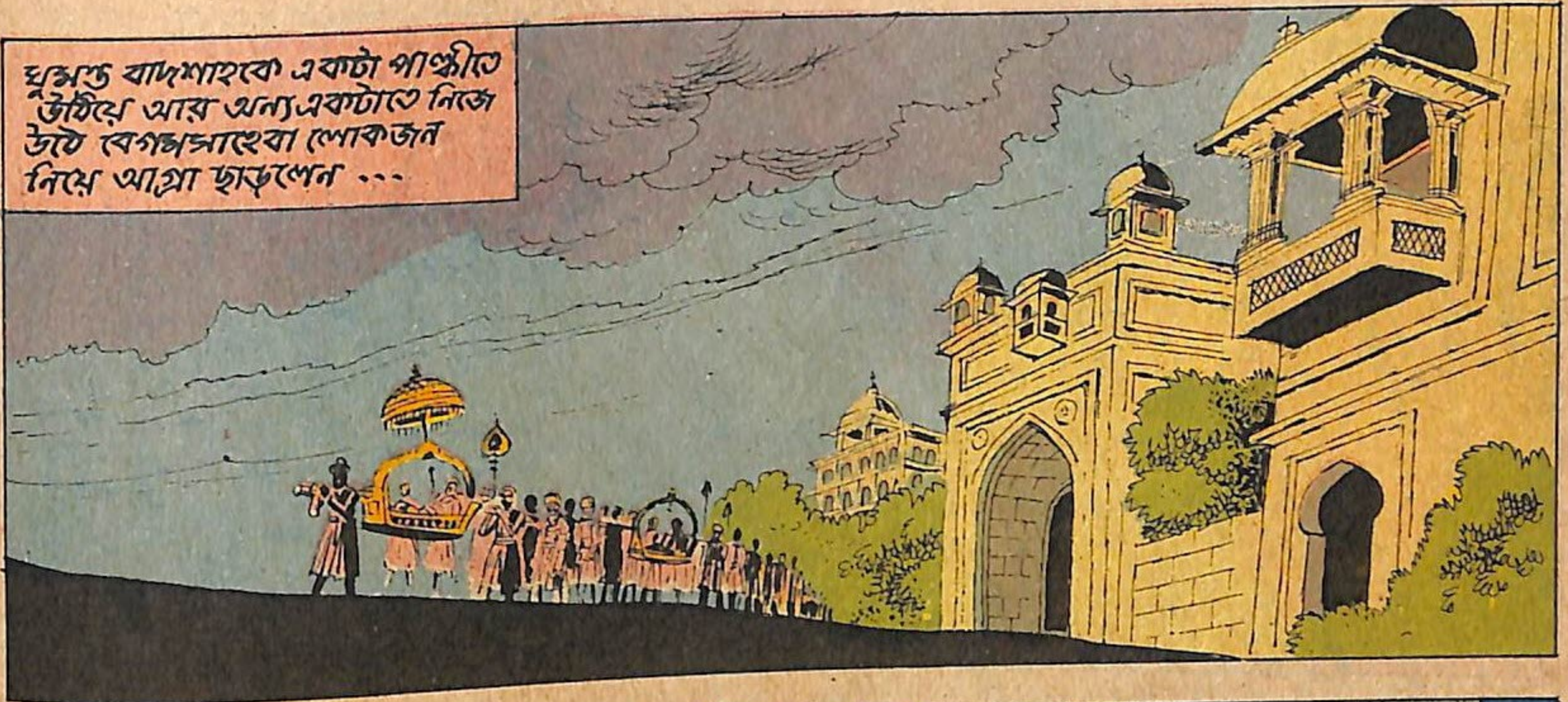
... আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বাপের বাড়ি এসে পৌঁছলেন।
বেটি, তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি। তবে, এই অসময়ে এলে যে বড়?
পরে সব কিছু খুলে বলব, বাবা। আগে বাদশাহের থাকার বন্দোবস্ত করা যাক।

উনি এখনও ঘুমোচ্ছেন দেখছি।
ঘণ্টা খানেই বাদেই জেগে উঠবেন ঠিক।

এক ঘণ্টা পরে—
কোথায় আমি?

এটা তোমার বাবার বাড়ি না? আমি এখানে এলাম কি করে?
জাঁহাপনা, আপনি আমাকে প্রাসাদ ছাড়ার আদেশ দিয়েছিলেন ...

... আর এও বলেছিলেন যে আমি আমার প্রিয় সব কিছু জিনিষ সঙ্গে আনতে পারি। কিন্তু আপনার চেয়ে প্রিয় জিনিষ তো আমার আর কিছুই নেই। তাই আপনাকে সঙ্গে করে এনেছি।
কি বললে?

সাহস তো কম নয়, আমাকে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে!

কিন্তু কি চমৎকার ভাবেই না কাজটা করা হয়েছে।

হাঃ! হাঃ! সত্যিই খুব ওস্তাদের চাল হয়েছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

আমি তোমার ওপর সত্যিই খুশী হয়েছি, এখন ফিরে যাওয়া যাক। কিন্তু বল দেখি, তোমার মাথায় এ ফন্দী এল কি করে?
বীরবলে ছাড়া কার মাথায় এরকম ফন্দী আসবে? ওই বলে দিয়েছে।
এই ঘটনার পর, বেগম বীরবলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। বীরবলই তো তাঁকে তাঁর স্বামীর অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিলেন।
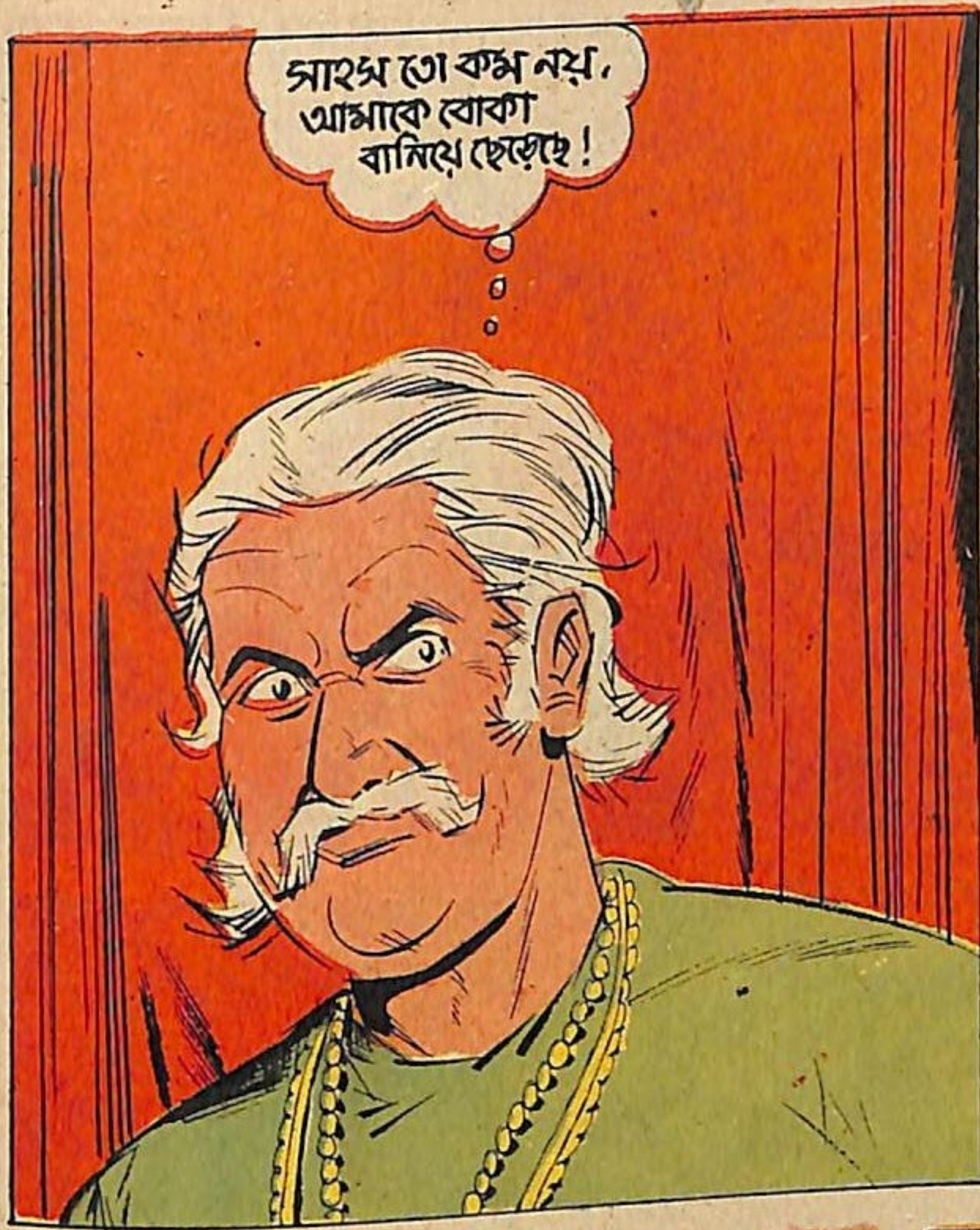
ব্রহ্মদেশে বীরবল
বীরবলের জায়গায় নিজে মন্ত্রী হয়ে বসার বাসনা হুসেনখাঁ কিছুতেই ছাড়তে পারছিলেন না। বোনকে দিয়ে নিজের জন্যে আর বলানো যাবে না দেখে, তিনি ওমরাহদের বাদশাহের কাছে গিয়ে বলতে উপরোধ করলেন।

তাঁরাও অমনি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলেন।
জাঁহাপনা! কম দিন তো হল না আমাদের এক হিন্দু মন্ত্রী রইলেন, এবার হুসেন খাঁকে একবার সুযোগ দেওয়াটা ন্যায়সঙ্গত নয় কি?

আকবর কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।
এরা দেখছি হুসেন খাঁকে আমার মন্ত্রী করার জন্যে বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারটার একটা চিরকালের মতো নিষ্পত্তি না করলেই নয়।

কয়েকদিন পরে—
এটা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের রাজাকে লেখা শীল-মোহর করা একটা চিঠি।

খুব জরুরী চিঠি, তাই আমার ইচ্ছে বীরবল আর হুসেন খাঁ ব্রহ্মদেশে গিয়ে নিজহাতে এটা দিয়ে আসুক।

বীরবল আর হুসেন খাঁ ব্রহ্মদেশের পথে যাত্রা করলেন।
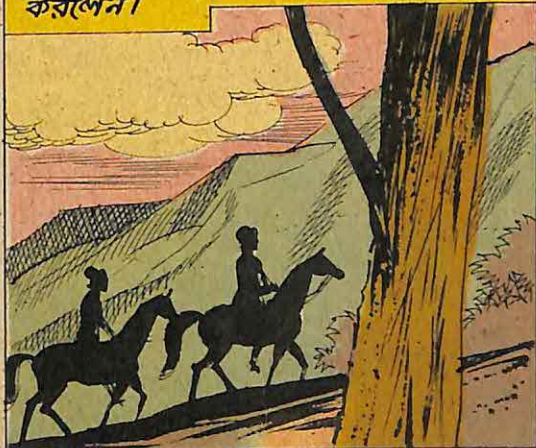
ব্রহ্মদেশে পৌঁছে—
আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করে কিছু নিবেদন করতে চাই। হিন্দুস্থানের বাদশাহের কাছ থেকে আমরা রাজার জন্যে এক জরুরী খবর এনেছি।

রক্ষীর কাছে এই কথা শুনে রাজা আশ্চর্য হলেন।

বাদশাহের ব্রহ্মদেশের ওপর কোন কুমতলব নেই তো?
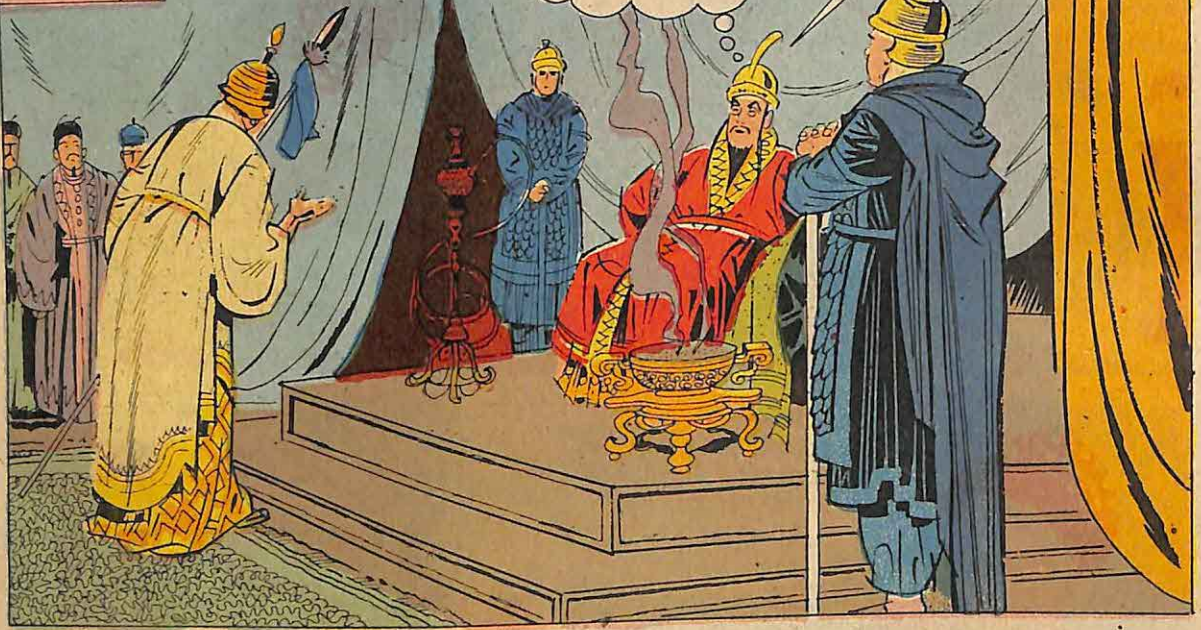
ওদের পাঠিয়ে দাও।
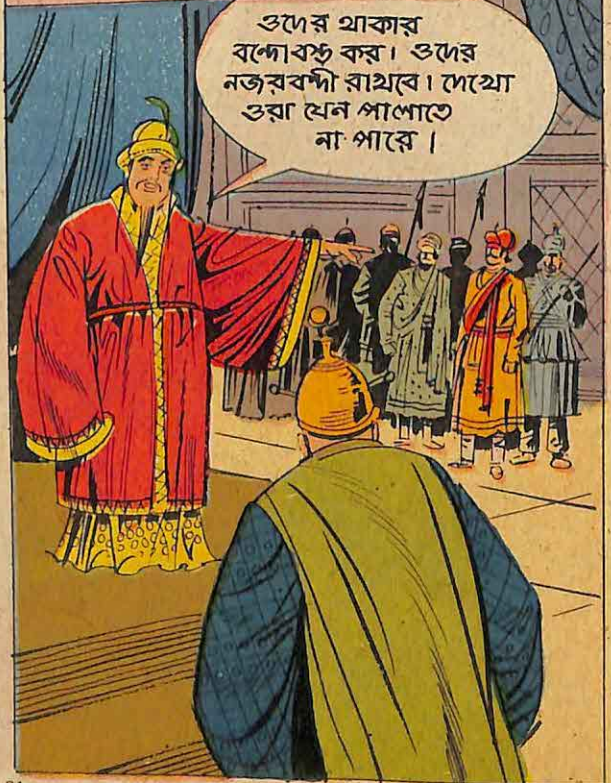
পরে নিরিবিলিতে রাজা মন্ত্রীকে সব খুলে বললেন।

হিন্দুস্থানের বাদশাহ চান যে পূর্ণিমার রাতে আমি লোকদুটোকে ফাঁসি দিই। বুঝেছ, ব্যাপারটা কি?

এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আছে। উনি তো ওদের আগ্রাতেই ফাঁসি দিতে পারতেন।

বোধহয় তাঁর সভায় ওদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তাই তিনি চান না যে অন্যেরা জানুক সম্রাট ওদের অনিষ্ট করেছেন।

যদি এই লোকদুটিকে দরবার সমর্থন করে, তবে আকবরের পর যারা ক্ষমতা পাবে, তারা তাদের দুই নেতাকে মেরে ফেলার জন্যে আমাদের ওপর রেগে যাবে। আগে আমাদের ওদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে হবে।

বীরবল আর হুসেন খাঁও গোপন আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

হুসেন খাঁ, চিঠিতে কি লেখা আছে জানিনা। কিন্তু বাদশার মুখের ভাব দেখে আর তাঁর আদেশ শুনে মনে হয় আমরা বিপদে পড়েছি।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নইলে আমাদের ওপর নজর রাখতে এত রক্ষী মোতায়েন রেখেছেন কেন?

বীরবল, তুমি বিচক্ষণ লোক। আমাকে বাঁচাও ভাই। আমি চিরকাল তোমার অনুগত হয়ে থাকব!

আমার যথাসাধ্য করব। কিন্তু মনে রেখ, আমার কথার ইঙ্গিত বুঝে দরকার মতো তোমাকেও সায় দিয়ে যেতে হবে।

ঠিক সেই সময় তাঁদের ঘরের দরজা খুলে গেল এবং মন্ত্রী এসে ঢুকলেন।

শুনেন খাঁ তো ভয়ে আমসি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বীরবলের কথার ইঙ্গিত ধরতে ভুলে করলেন না।
ঠিক কথা, পূর্ণিমার রাত্রে আমাদের ফাঁসি দিতেই হবে আপনাকে।
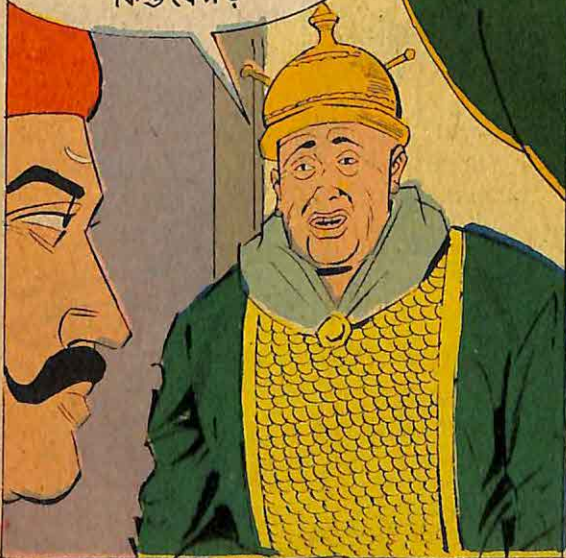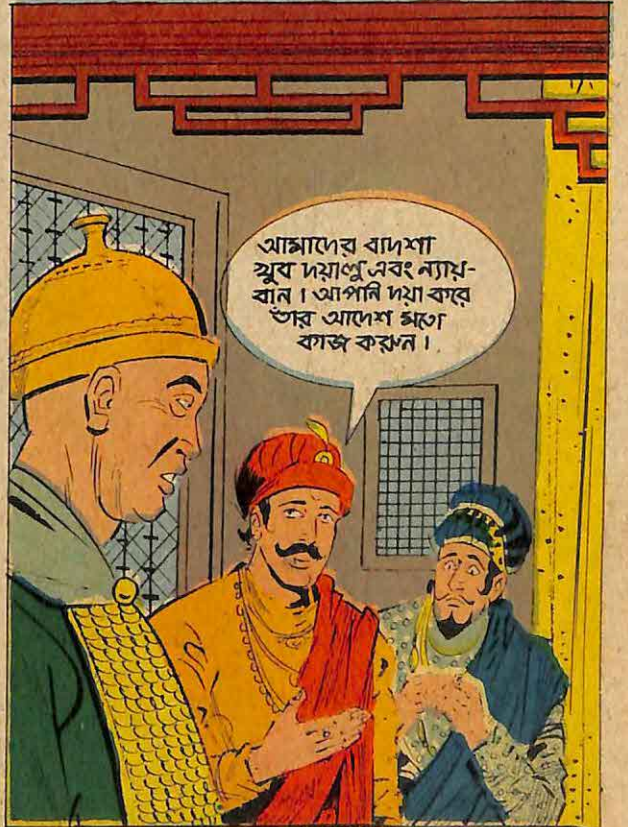
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মন্ত্রী রাজাকে বললেন ব্যাপারটা।
মহারাজ, এই লোকদুটি যে পূর্ণিমার রাত্রে ফাঁসি যেতে চাইছে, তার নিশ্চয় কোন-ও কারন আছে মনে হয়।
আদেশ পালন না করলে হিন্দুস্থানের বাদশা আমাদের ওপর চটে যাবেন।

এদিকে বীরবল তাঁর কৌশলটা হুসেন খাঁর সঙ্গে আলোচনা করে নিলেন।
... ওরা যখন আমাদের ফাঁসি কাঠে নিয়ে যাবে, আমি আগে ফাঁসি যাওয়ার জন্যে জেদ করব। তুমিও তাই কর।

পূর্ণিমার রাত্রে —

মহারাজ, আমিই তো আপনার হাতে বাদশাহের চিঠি এনে দিয়েছি। দয়া করে আমাকে আগে ফাঁসি দিন।

আমি হচ্ছি বাদশাহের শ্যালক। প্রার্থনা করছি, আমাকেই আগে ফাঁসি দিন।

পরে হুসেন খাঁ যখন আকবরকে ব্রহ্মদেশে যা যা ঘটেছিল সব বললেন—

হুসেন খাঁ, তোমার কি এখনও আমার মন্ত্রী হবার সাধ আছে?

না, জাহাপনা। ও পদ একমাত্র বীরবলেরই যোগ্য। তার বিচক্ষণতার তুলনা কোথায়!

এই শুনে রাজা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন।
আমি কখনোই চাই না যে আমার ছেলে ছাড়া অন্য কেউ এ দেশের রাজা হয়।

আমি বলি কি, বাদশাহকে লেখা যাক যে তিনি যখন এরা ঠিক কি ধরনের অপরাধ করেছে তার কিছুই জানাননি, তখন আমরা এদের ফাঁসি দিতে অপারগ।

যখন এই সিদ্ধান্ত জানানো হল—
মহারাজ! কথা দিয়ে কথা না রাখা মন্ত্রীর পক্ষে অন্যায় হচ্ছে।

কড়া দৃষ্টি রাখা হক এদের ওপর — এরা যেন মারা না পড়ে, কিম্বা আত্মহত্যা না করতে পারে।

চিরন্তন সচিত্র কাহিনী

অমর চিত্র কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শিবাজী	দেবী চৌধুরাণী	ধ্রুব ও অষ্টাবক্র
কৃষ্ণের গল্প	রাণা প্রতাপ	লঙ্কার রাজা রাবণ	দুর্গা
শকুন্তলা	কর্ণ	তানসেন	বুদ্ধিমান বীরবল
রামায়ণ	ভীষ্ম	আনন্দমঠ	সুরদাস
নল দময়ন্তী	মীরাবাঈ	গঙ্গা	বিবেকানন্দ
লব কুশ	প্রহ্লাদ	গণেশ	বাঘা যতীন
মহাভারত	পঞ্চতন্ত্র	হিতোপদেশ	সাত রঙা রাজপুত্র
চাণক্য	পরশুরাম	রাজসিংহ	নচিকেতা
বুদ্ধ	রামশাস্ত্রী	বিদ্যাসাগর	মহাকবি কালিদাস

অমর চিত্র কথা

সুভাষ চন্দ্র বোস	ধাত্রী পান্না ও হাদিরাণী	গীতা	টিপু সুলতান
রত্নাবলী	জাতকের গল্প	অঙ্গুলিমাল	তানাজী
জয়প্রকাশ	কুম্ভকর্ণ	হরিশ্চন্দ্র	ঘটোৎকচ
মহীরাবণ	ঝাঁসির রাণী	ইন্দ্র ও শিবি	কবীর
জয়দেব	বাবা সাহেব আম্বেদকার	আরুণী ও উতঙ্ক	বালিবধ
গান্ধারী	বাঘ ও কাঠঠোকরা	আম্রপালি ও উপগুপ্ত	কাদম্বরী
রসিক বীরবল	চন্দ্র ললাট	শিবের গল্প	ভানুমতী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার	বিক্রমাদিত্য	বালাদিত্য ও যশোধর্মন	লোকমান্য তিলক
ভীম ও হনুমান	অশোক	সূর্য	জাহাঙ্গীর
		সাবিত্রী	

ইণ্ডিয়া বুক হাউস প্রাঃ লিঃ
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স ভুলাভাই দেসাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬.

বাংলা অমর চিত্র কথার একমাত্র পরিবেশক ঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

IBH/ACK/002/BEN/88